গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য মন্ত্রণালয়
সমন্বয় ও সংসদ অধিশাখা

বিষয়ঃ জানুয়ারি-২০১৮ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	শাহাবুদ্দিন আহমদ ভারপ্রাপ্ত সচিব
সভার তারিখ	৩১.০১.২০১৮ খ্রি.
সভার সময়	সকাল ১০.৩০ ঘটিকা
স্থান	মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ
উপস্থিতি	কর্মকর্তাগণের নামের তালিকা পরিশিষ্ট-'ক'তে দেখানো হলো।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। ডিসেম্বর-২০১৭ মাসে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়করণের প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয়। কার্যবিবরণীতে কোন সংশোধন না থাকায় সকলেই একমত পোষণ করেন। অতঃপর ডিসেম্বর-২০১৭ মাসে অনুষ্ঠিত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্যের ভিত্তিতে নিম্নবর্ণিত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

খাদ্য মন্ত্রণালয়:

বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী	
১.খাদ্য মন্ত্রণলয়ের শূন্য পদে জনবল নিয়োগ	যুগ্ম-সচিব (প্রশাঃ-১) সভায় জানান যে, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির ৫ ক্যাটাগরীতে মোট ২৮টি পদে নিয়োগের নিমিত্ত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি পত্রিকায় প্রচার করা হয়। মোট ৩৩,৮২৪টি আবেদনপত্র পাওয়া যায়। ৩৩,৮২৪ জন প্রার্থীর লিখিত পরীক্ষা গ্রহণের লক্ষ্যে বিআইএম হতে ১,০১,৪৭,২০০ টাকা ব্যয় বিবরণী প্রেরণ করা হয়। কম্পিউটার অপারেটরের ৫টি পদে ৪,০০৭ জন আবেদনকারী বাদে ২৯,৮১৭ জনের পরীক্ষা নেয়ার বিষয়ে বিআইএম এর সাথে চুক্তির বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে। ২৯.০১.২০১৮ খ্রি. তারিখে বিআইত্রমকে পত্র দেয়া হয়েছে। জনবল নিয়োগের বিষয়টি দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য সচিব নির্দেশনা প্রদান করেন।	জনবল নিয়োগের বিষয়টি তরান্বিত করতে হবে	যুগ্ম-সচিব (প্রশাঃ-১), খাদ্য মন্ত্রণালয়	

২. ইন হাউজ প্রশিক্ষণ	সভায় জানানো হয় যে, APA তে লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করার জন্য খাদ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারিগণকে ইন-হাউজ/ জনঘন্টা বিবেচনায় মডিউল অনুযায়ী প্রশিক্ষণ প্রদান অব্যাহত আছে। ই-ফাইল বিষয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণসহ ডিসেম্বর-২০১৭ মাসে ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির ৪ (চার) ক্যাটাগরীতে মোট ২৪৫ জন কর্মকর্তা/ কর্মচারিকে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সচিব জানতে চান যে, ইন-হাউজ প্রশিক্ষণে কর্মকর্তা-কর্মচারিদের দৃশ্যমান কোন অগ্রগতি হয়েছে কিনা। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মকর্তা-কর্মচারিরা তাদের পেশাগত জ্ঞান/ দক্ষতা বাড়াতে সক্ষম হচ্ছে মর্মে সভায় জানানো হয়। এছাড়া প্রশিক্ষণের ফল অনেকটা সুদূর প্রসারি বলে সভায় সকলে একমত পোষণ করেন। লক্ষ্যমাত্রা ১০০% অর্জনে এবং প্রশিক্ষণের গুণগতমান বৃদ্ধির জন্য সচিব সভায় নির্দেশনা প্রদান করেন।	ইন-হাউজ/ প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রা ১০০% অর্জন এবং প্রশিক্ষণের গুণগতমান বৃদ্ধিতে সচেষ্ট থাকতে হবে।	যুগ্ম-সচিব (প্র-১) ও সকল কর্মকর্তা-কর্মচারি, খাদ্য মন্ত্রণালয়	
৩. শাখা পরিদর্শন	যুগ্ম-সচিব (সমন্বয় ও সংসদ) সভায় জানান যে, ডিসেম্বর, ২০১৭ মাসে কোন শাখা/ অধিশাখা হতে পরিদর্শন প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি। তবে, নভেম্বর, ২০১৭ মাসে অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), যুগ্ম-সচিব (অভ্যঃ প্রশাঃ-২), যুগ্ম-সচিব (অভ্যঃ সংগ্রহ), উপ-সচিব (অডিট-৩), উপ-প্রধান (পরিকল্পনা), সিনিয়র সহকারী প্রধান (পরিকল্পনা-১), সহকারী প্রধান (পরিকল্পনা-২) এবং সহকারী প্রকৌশলী শাখা পরিদর্শনপূর্বক প্রতিবেদন দেয়া হয়। সভায় সচিব মহোদয় এ মন্ত্রণালয়ের মোট কতটি শাখা রয়েছে তা জানতে চাইলে, ১৮টি শাখা, আইসিটি ও প্রকৌশল নামে ২টি সেল এবং এফপিএমইউ এর অধীনে ৪টি শাখা রয়েছে মর্মে সভায় সচিবকে অবগত করা হয়। নিয়মিত শাখা পরিদর্শন করে সুপারিশসহ প্রতিবেদন দাখিলের জন্য সচিব নির্দেশনা প্রদান করেন।	নিয়মিত শাখা পরিদর্শন অব্যাহত রাখতে হবে এবং সুপার িশসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিতে হবে	সকল উইং প্রধান, অধিশাখা ও শাখা প্রধান এবং যুগ্ম-সচিব (প্রশাঃ-১), খাদ্য মন্ত্রণালয়	

৪. ই-ফাইলিং	সভায় আলোচনা হয় যে, ই-ফাইলিং এ কাজের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ৫৬টি মন্ত্রণালয়/ বিভাগসমূহের মধ্যে বর্তমানে এ মন্ত্রণালয়ের অবস্থান ৩২তম থেকে ২৬তম বৃদ্ধি পেয়েছে। ই-ফাইল পদ্ধতিতে কাজের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় সচিব সন্তোষ প্রকাশ করেন। বিস্তারিত আলোচনাশেষে সকল ক্ষেত্রে ই-ফাইলিং ব্যবহার বৃদ্ধির জন্য মন্ত্রণালয়ের সকল প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও ব্যক্তিগত কর্মকর্তাগণকে অধিকতর প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বাড়ানোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সচিব নির্দেশ প্রদান করেন।	ই-ফাইল ব্যবহারে আরও সচেষ্ট হতে হবে এবং প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও ব্যক্তিগত কর্মকর্তাকে অধিকতর প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বাড়ানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে	যুগ্ম-সচিব (প্রশাঃ-১) এবং প্রোগ্রামার, খাদ্য মন্ত্রণালয়।	
৫. অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি		(১) সভা অনুষ্ঠানসহ অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির ধারা অব্যাহত রাখতে হবে।	যুগ্ম-সচিব (বাজেট ও অডিট), যুগ্ম-সচিব (প্রশাঃ-১), যুগ্ম-সচিব (অডিট), উপ-সচিব (অডিট-১ ২ ৩), খাদ্য মন্ত্রণালয় ও মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর	

উপ-সচিব (অডিট-৩) সভায় জানান যে, ডিসেম্বর-২০১৭ মাসে কোন কার্যপত্র না পাওয়াতে সভা করতে পারেননি এবং উপ-সচিব (বাজেট ও হিসাব) কোন সভা করেননি এবং এ সংক্রান্ত কোন তথ্যও পাওয়া যায়নি। অডিট অধিশাখা হতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী অগ্রিম, খসড়া ও সংকলনভূক্ত অডিটের তথ্য নিম্নে দেখানো হলঃ

(ক) অগ্রিম

বিবরণ	নভেম্বর-২০১৭	ডিসেম্বর-২০১৭
প্রারম্ভিক আপত্তি -----	২৮৬০	২৮৬৮
সংযোজিত আপত্তি ---	১৮	৩৯
মোট আপত্তি ---	২৮৭৮	২৯০৭
নিস্পত্তিকৃত (জারিপত্র)	১০	১০
অবশিষ্ট আপত্তি -----	২৮৬৮	২৮৯৭
ব্রডশিট জবাব -----	১২	০৭
ত্রিপক্ষীয় সভা -----	০৩	০১
আলোচিত আপত্তি ---	৩৪	১২
নিষ্পত্তির সুপারিশ ---	৩০	০৯

(খ) খসড়া-৭৫৪টি

(গ) সংকলনভূক্ত-৫৮০টি

উপ-সচিব (প্রশাসন-২) সভায় আলোচনা করেন যে, খাদ্য অধিদপ্তরের বিভিন্ন অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পেনশন কেইস

(২) রেল পরিবহনজনিত খাদ্যশস্য ঘাটতির কারণে উদ্ভুত অডিট আপত্তির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার কোন অবহেলা/ দায়িত্ব পালনে শৈথিল্য না থাকলে এবং অন্য কোন সরকারি পাওনা না থাকলে পেনশন কেইস নিষ্পত্তি/ মঞ্জুর করতে হবে।

যুগ্ম-সচিব (বাজেট ও অডিট), যুগ্ম-সচিব (অডিট), উপ-সচিব (অডিট-১, ২, ৩), উপ-সচিব (প্রশাঃ-২), খাদ্য মন্ত্রণালয় ও মহাপরিচালক,

খাদ্য অধিদপ্তর

	নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে ইতোপূর্বে বাংলাদেশ রেলওয়ের মাধ্যমে খাদ্যশস্য পরিবহনজনিত ঘাটতির ফলে উদ্ভূত অডিট আপত্তির বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। আলোচনায় অংশ নিয়ে খাদ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ও বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যানসহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণ মত প্রকাশ করেন যে, রেল পরিবহনের মাধ্যমে সরকারি খাদ্যশস্যের ডেলিভারী প্রাপক কর্মকর্তা যদি চুক্তিনামার শর্ত মোতাবেক যথাসময়ে রেল কর্তৃপক্ষের নিকট পরিবহনজনিত ঘাটতির দাবীনামা পেশ করে থাকেন, তাহলে তার পেনশন কেইস নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে কোন সমস্যা থাকার কথা নয়। রেলওয়ের নিকট বিগত সময়ে খাদ্যশস্য পরিবহনজনিত কারণে ক্ষতি পূরণ প্রদানের জন্য অনেক দাবীনামা পেশ করা হলেও তা প্রদান করা হয়নি কিন্তু এতে সরবরাহ প্রাপক কর্মকর্তাকে কোনভাবে দায়ী করার সুযোগ নেই মর্মে সভায় সকলে একমত পোষণ করেন। এ বিষয়ে সচিব যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।			
৬. পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা	যুগ্ম-সচিব (সমন্বয় ও সংসদ) সভাকে অবহিত করেন যে, ডিসেম্বর-২০১৭ মাসে এ মন্ত্রণালয়ের ওয়াশরুমসহ কমোন স্পেসসমূহ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখার বিষয়ে উপ-সচিব (সেবা) এর নিকট জানতে চাইলে তিনি জানান যে, তার পক্ষ হতে তিনি নিয়মিত গণপূর্ত বিভাগের সাথে যোগাযোগ রাখছেন। সভায় অন্যান্য কর্মকর্তারা জানান যে, টয়লেটের সংলগ্ন অফিস রুমগুলোতে অত্যাধিক দুর্গন্ধ পাওয়া যায়। এ বিষয়ে সচিব মহোদয় সকলকে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য বলেন।	ওয়াশরুমসহ কমোন স্পেসসমূহ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	উপ-সচিব (সেবা), খাদ্য মন্ত্রণালয়।	
৭. অভিযোগ ব্যবস্থাপনা	যুগ্ম সচিব (সমন্বয় ও সংসদ) সভায় জানান যে, মন্ত্রণালয় এবং খাদ্য অধিদপ্তরের অভিযোগের সংখ্যা আলাদা দেখানোর জন্য খাদ্য অধিদপ্তরকে নির্দেশনা দেয়া হলে সে অনুযায়ী খাদ্য অধিদপ্তর হতে আলাদাভাবে অভিযোগের বিষয়ে নিম্নলিখিত তথ্য পাওয়া যায়:	৬ মাসের উর্দ্ধে অভিযোগসমূহের দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে	উপ-সচিব (তদন্ত), খাদ্য মন্ত্রণালয় ও পরিচালক (প্রশা ঃ), খাদ্য অধিদপ্তর	

জের	বর্তমান মাসে প্রাপ্ত	মোট অভিযোগ	নিষ্পত্তির সংখ্যা	অনিষ্পন্ন সংখ্যা	তিন মাসের উপরে	ছয় মাসের উপরে	তিন মাসের কম সময়ে অনিষ্পন্ন অভিযোগের সংখ্যা
খাদ্য মন্ত্রণালয়							
০৪	০১	০৫	০	০৫	০	০১	০৪
খাদ্য অধিদপ্তর							
০৬	০	০৬	০	০৬	০২	০২	০২

	০৬ মাসের উর্দ্ধে যে সকল অভিযোগ মন্ত্রণালয় এবং খাদ্য অধিদপ্তরে রয়েছে সে গুলো দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।			

৮. শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন	যুগ্ম-সচিব (সমন্বয় ও সংসদ) সভায় জানান যে, ২০১৭-২০১৮ সালের জন্য শুদ্ধাচার বাস্তবায়নে নৈতিকতা কমিটির ২য় কোয়ার্টার বাস্তবায়ন অগ্রগতির ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। ২০১৭-২০১৮ সালের জন্য শুদ্ধাচার বাস্তবায়নে নৈতিকতা কমিটির ২য় অনুষ্ঠিত হয়। শিঘ্রই ৩য় সভা অনুষ্ঠিত হবে। ৩য় সভা আহবান করে ৩য় কোয়ার্টারের ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন নির্ধারিত সময়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণের জন্য সচিব নির্দেশনা প্রদান করেন।	কর্মপরিকল্পনা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।	মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর এবং যুগ্ম-সচিব (সমন্বয় ও সংসদ), প্রোগ্রামার, খাদ্য মন্ত্রণালয়
৯. APA ২০১৭-২০১৮ বাস্তবায়ন	সভায় জানানো হয়ে যে, ২০১৭-২০১৮ সালের জন্য স্বাক্ষরিত APA এ মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে আপলোড করা হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নথি বিনষ্টকরণ করে আইসিটি সেলকে জানানোর জন্য সকল শাখা/ অধিশাখাকে অনুরোধ করা হয়। অভ্যন্তরীণ প্রশাঃ-১, অভ্যন্তরীণ প্রশাঃ-২, অডিট-২, অডিট-৩, অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ, আইসিটি সেল হতে নথি বিনষ্ট করে তালিকা প্রেরণ করা হয়েছে। নথি বিনষ্টকরণ করে আইসিটি সেলকে অবহিত করতে হবে মর্মে যুগ্ম-সচিব (প্রঃ-১) সভাকে অবহিত করেন। এ বিষয়ে নথি বিনষ্টকরণের পূর্বে সকল শাখার নথিসমূহ শ্রেণিবিন্যাস করার পর নিষ্পত্তিকরণের উদ্যোগ নেয়ার জন্য সচিব নির্দেশনা প্রদান করেন।	মন্ত্রণালয়ের সকল শাখার নথিসমূহ শ্রেণিবিন্যাস করার পর নিষ্পত্তিকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	মন্ত্রণালয়ের সকল শাখা/ অধিশাখা ও যুগ্ম-সচিব (প্রশাঃ), প্রোগ্রামার, খাদ্য মন্ত্রণালয়

১০.আইন ভাষান্তর	যুগ্ম-সচিব (প্রশাঃ-১) সভাকে অবহিত করেন যে, আইন ২টি (1) 'The food (special courts) Act-1956, (2) Food Grains Supply (Preventions of Prejudicial Activity) Ordinance-1979. ভেটিং এর জন্য লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হলে কিছু পর্যবেক্ষণসহ গত ২২.১১.২০১৭ তারিখে নথি ফেরত প্রদান করা হয়। খাদ্য অধিদপ্তর হতে মতামত পাওয়া গেছে গত ২৩.০১.২০১৮ খ্রি. তারিখে ভেটিং গ্রহণের জন্য লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে পাঠানো হয়েছে। আইন মন্ত্রণালয়ে যোগাযোগ রাখার জন্য সচিব নির্দেশনা প্রদান করেন।	আইন ২টির বিষয়ে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	যুগ্ম-সচিব (প্রশাঃ-১), খাদ্য মন্ত্রণালয়
১১. ইনোভেশন কার্যক্রম	যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন-১) সভায় জানান যে, উদ্ভাবনী বিষয়ে ৫ দিনের কর্মশালা খাদ্য অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ বিভাগে গত ৩-৭ ডিসেম্বর-২০১৭ মাসে অনুষ্ঠিত হয়েছে। মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের ২৮ জন কর্মকর্তা কর্মশালায় অংশ গ্রহণ করেন। ১৮ জানুয়ারি, ২০১৮ খ্রি. তারিখে মাসিক ইনোভেশন সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এপ্রিল, ২০১৮ মাসে শোকেজিং কর্মশালা আয়োজনের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।	এ বিষয়ে পরবর্তী কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	যুগ্ম-সচিব (প্রশাঃ-১), খাদ্য মন্ত্রণালয়
বিবিধ-১	খাদ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মবন্টন পুনর্বিন্যাসের জন্য কার্যপরিধি পুনর্বিন্যাসের জন্য কমিটি পুর্ণগঠন করা হয়েছে। জনাব আনোয়ারুল ওয়াহেদ চৌধুরী, যুগ্ম-সচিব (অডিট)কে আহবায়ক করে এবং জনাব আবু নাসের বেগ, সিনিয়র সহকারী সচিবকে সদস্য-সচিব করে ০৪ (চার) সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটি দ্রুত রিপোর্ট প্রদান করার জন্য সচিব নির্দেশনা প্রদান করেন।	কমিটি দ্রুত রিপোর্ট প্রদান করতে হবে।	যুগ্ম-সচিব (প্রশাঃ-১) ও যুগ্ম-সচিব (বাজেট ও অডিট), খাদ্য মন্ত্রণালয়

বিবিধ-২	মাসিক সমন্বয় সভার বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিমাসের ১৫ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ের সমন্বয় ও সংসদ অধিশাখায় প্রেরণ নিশ্চিতকরণের জন্য সচিব সভায় নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়া, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বাস্তবায়ন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনার বাস্তবায়ন, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন, মাসিক কর্মকান্ডের প্রতিবেদন, জাতীয় সংসদের প্রশ্নোত্তর এবং স্থায়ী কমিটির সভার কার্যপত্র যথাসময়ে প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য সচিব মহোদয় নির্দেশ প্রদান করেন। বিশেষতঃ মাসিক সমন্বয় সভার বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিমাসের ১৫ তারিখের প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	সকল প্রতিবেদন যথা-সময়ে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে এবং মাসিক সমন্বয় সভার বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিমাসের ১৫ তারিখের প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।	মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর, চেয়ারম্যান, নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, মহাপরিচালক, এফপিএমউই এবং মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখা/ অধিশাখা
	<u>খাদ্য অধিদপ্তর</u>		
১.অভ্যন্তরীণখাদ্যশস্য সংগ্রহ	**অভ্যন্তরীণ আমন সংগ্রহ ২০১৭-২০১৮** সভায় অবহিত করা হয় যে, অভ্যন্তরীণ আমন সংগ্রহ ২০১৭-২০১৮ মৌসুমে এফপিএমসি'র সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সিদ্ধ চাল সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রা ৬.০০ (ছয়) লাখ মেট্রিক টন (সংশোধিত)। মোট ০৬ লাখ মেট্রিক টন চালের বিপরীতে ২৮.০১.২০১৮ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত ৪,৯২,১২৭ মেট্রিক টন চালের চুক্তি করা হয়। চুক্তির অনুকূলে ৩,৭০,৬৬০ মেট্রিক টন চাল সংগ্রহ করা হয়েছে। আমন সংগ্রহ কার্যক্রম ১০০% অর্জন করার জন্য সচিব নির্দেশনা প্রদান করেন।	আমন সংগ্রহ ১০০% অর্জন করতে হবে।	মহাপরিচালক ও পরিচালক (সংগ্রহ), খাদ্য অধিদপ্তর

২. খাদ্যশস্য বিতরণ ও বাজার দর মনিটরিং	**(ক) ওএমএস খাতে চাল ও আটা বিক্রয়** সভায় জানানো হয় যে, ঢাকা মহানগরসহ ঢাকা,নারায়নগঞ্জ,নরসিংদী ও গাজীপুর জেলায় মোট ২৫১টি কেন্দ্রে প্রতিদিন ২ (দুই) মেট্রিক টন করে আটা বিক্রয় করা হচ্ছে। এছাড়া হাওড় বেষ্টিত ৩টি জেলায় ১৭৯টি কেন্দ্র প্রতিদিন ১ মেট্রিক টন করে চাল বিক্রয় করা হচ্ছে। ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরে (৩১.১২.২০১৭ পর্যন্ত) ওএমএস খাতে বিক্রিত চালের পরিমাণ ১,১০,৮১৭ মেট্রিক টন। ওএমএস খাতে বরাদ্দকৃত ৫৩,৩৮৮ মেট্রিক টন গমের বিপরীতে ৪০,৫৯১ মেট্রিক টন আটা বিক্রয় করা হয়েছে। ওএমএসসহ পিএফডিএস খাতে ৩১.১২.২০১৭ তারিখ পর্যন্ত ৫,৬০,১৬৬ মেট্রিক টন চাল ও ১,৫১,৫২৬ মেট্রিক টন গম বিতরণ করা হয়েছে এবং পিএফডিএস খাতে চাল/ আটা বিক্রয়/ বিতরণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে মর্মে সচিব নির্দেশনা প্রদান করেন।	যথাযথ নজরদারি রেখে ওএমএস এবং পিএফডিএস খাতে চাল/ আটা বিক্রয়/ বিতরণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	মহাপরিচালক ও পরিচালক (সববি), খাদ্য অধিদপ্তর
	(খ) চাল ও আটার বাজারমূল্য মনিটরিং সভাকে অবহিত করা হয় যে, খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিটের মাধ্যমে ঢাকা মহানগরের চাল ও আটার বাজার দর মনিটরিং অব্যাহত আছে। প্রাপ্ত বাজার দর হতে দেখা যায় যে, ২৮.০১.২০১৮ খ্রি. তারিখে ঢাকা মহানগরের পাইকারি দরে প্রতিকেজি চাল ৩৯-৪০ টাকা এবং খুচরা প্রতিকেজি ৪৩-৪৫ টাকা। খোলা আটার গড় বাজার দর প্রতিকেজি ২৮-৩০ টাকা।	ঢাকা মহানগরের বাজারদর নিয়মিত পর্যবেক্ষণপূর্বক মনিটরিং অব্যহত রাখতে হবে।	মহাপরিচালক, খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিট
	বিভাগীয়/ জেলা ও উপজেলার বাজার দর অনুযায়ী খাদ্য অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায় থেকে নিয়মিত মনিটরিং করা হয়। মনিটরিং এর আওতাধীন এ গড় বাজার দর খুচরা ৩১.১২.২০১৭ খ্রি. তারিখে প্রতিকেজি চাল ৩৯.৬৬ টাকা এবং আটা ২৬.৪৫ টাকা।	খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক মনিটরিং এ প্রাপ্ত বাজার দর সভায় উপস্থাপন অব্যাহত রাখতে হবে	মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর

৩.রাজস্ব বাজেটের আওতায় সংস্কার/ মেরামত, ওঅন্যান্য নির্মাণ	সভায় পরিচালক (আইডিটিএস), খাদ্য অধিদপ্তর জানান যে, ২০১৫-২০১৬ সন থেকে শুরু করে ৬২ কাজের মধ্যে ৬০টির কাজ শেষ হয়েছে। অবশিষ্ট ২টি কাজের সার্বিক অগ্রগতি ৮৮%। মেরামতের অধীন ১২২টি গুদামের মধ্যে ১২০টি গুদাম মেরামত সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট কাজ দ্রুত সম্পাদনের জন্য সচিব সভায় নির্দেশনা প্রদান করেন।	মেরামতের আওতাধীন অবশিষ্ট গুদামের মেরামত কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।	মহাপরিচালক ও পরিচালক (আইডিটিএস), খাদ্য অধিদপ্তর
	অন্যান্য নতুন নির্মাণ ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের (২০১৫-২০১৬ সালের সংশোধিত) নির্মাণ কাজ মোট ১৪টির মধ্যে ১১টি কাজ ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে। অসমাপ্ত ৩টি। সভায় আরও আলোচনা হয় যে, ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে ১৫টি নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। তারমধ্যে ৪টি কাজ ১০০% সমাপ্ত হয়েছে। ৩টি কাজের কার্যাদেশ দেয়া হয়েছে। সার্বিক কাজের অগ্রগতি ৬০%।	অবশিষ্ট ৩টি নির্মাণ কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।	মহাপরিচালক ও পরিচালক (আইডিটিএস), খাদ্য অধিদপ্তর
৪. মামলা সম্পর্কিত	সভায় জানানো হয় যে, খাদ্য অধিদপ্তরের আওতাধীন সকল সংস্থাপনা হতে নিয়মিতভাবে মামলার তথ্য আপডেট করা হচ্ছে। বর্তমানে চলমান মামলার সংখ্যা ১৩০০টি। হাইকোর্টে চলমান মামলা কার্যতালিকা অনুযায়ী এ.এ.জি./ডি.এ.জি.গণের মাধ্যমে মামলার প্রতিদ্বন্দিতা করা হচ্ছে। বিষয়টিতে ফলোআপ করার জন্য সচিব সভায় নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়া, ৬টি কনটেম্পট মামলা চালু আছে। ২টি কোর্ট কর্তৃক নিষ্পত্তি করা হয়েছে। এ বিষয়ে যথাযথভাবে অগ্রিম পদক্ষেপ নিতে হবে যাতে সচিব কোন কনটেম্পট মামলার মুখোমুখী না হতে হয়।	মামলার তথ্য নিয়মিত হালনাগাদসহ মামলার প্রতিদ্বন্দিতার বিষয়ে ফলোআপ করতে হবে।	মহাপরিচালক ও আইন উপদেষ্টা, খাদ্য অধিদপ্তর।
	<u>বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ</u>		
১. বাংলাদেশ নিরাপদ	বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান সভাকে অবহিত করেন যে, আগামি ২ ফেব্রুয়ারী ২০১৮ তারিখে	নিরাপদ খাদ্য দিবস সফলভাবে	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য

খাদ্য কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম	কেন্দ্রীয় পর্যায়ে ও দেশব্যপি জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস উদযাপনের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছেঃ আগামি ২ ফেব্রুয়ারী ২০১৮ তারিখে ‘জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস’ যথাযথভাবে উদযাপনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করার জন্য চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষকে সভাপতি এবং সচিব, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষকে সদস্য সচিব করে নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডারদের প্রতিনিধির সমন্বয়ে ৪৮ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। আগামী ২ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখে জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস উদ্যাপন উপলক্ষ্যে সকাল ৯:০০ টায় র‍্যালীর আয়োজন করা হবে (মানিক মিঞা এভিনিউ এর পশ্চিম অংশ থেকে র‍্যালী শুরু হয়ে কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে শেষ হবে)। আগামি ২ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখে দেশে প্রথম বারের মত জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস উদযাপনের আলোচনা অনুষ্ঠান বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রের Hall of Fame বরাদ্দ না পাওয়ায় কৃষিবিদ ইন্সটিটিউশন মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হবে। ‘জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস’ কেন্দ্রীয়ভাবে, বিভাগীয় পর্যায়ে, জেলা পর্যায়ে এবং উপজেলা পর্যায়ে উদযাপনের লক্ষ্যে রূপরেখা প্রণয়ন করা হচ্ছে। আগামি ২ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখে ‘জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস’ উদযাপন উপলক্ষ্যে জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় কোড়পত্র প্রকাশ করা হবে। আগামি ২ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখে ‘জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস’ হিসেবে উদযাপন উপলক্ষ্যে ঢাকা শহরকে (বিভিন্ন ফেস্টুন ও ব্যানার স্থাপন এবং সড়কদ্বীপগুলোকে সাজানোসহ অন্যান্য কার্যক্রমের মাধ্যমে) সজ্জিতকরণ। আগামি ২ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখে ‘জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস’ বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে উদযাপনের লক্ষে একটি পূর্ণাঙ্গ বাজেট প্রস্তুতির কাজ	সম্পন্ন করার জন্য মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তাকে ২-৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ তারিখের কর্মসূচিতে অংশ গ্রহণ করতে হবে।	কর্তৃপক্ষ এবং স কল কর্মকর্তা, খাদ্য মন্ত্রণালয়।

	চলছে। বরাদ্দপ্রাপ্ত কেন্দ্র/মিলনায়তনের অনুমতিপ্রাপ্তি সাপেক্ষে ২ দিনের জন্য নিরাপদ খাদ্য মেলার আয়োজন করা হবে; এবং আগামি ২ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখে 'জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস' উদযাপন উপলক্ষ্যে একটি প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে এবং শীঘ্রই খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হবে। যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করার সচিব নির্দেশনা প্রদান করেন।		
২. পেন্ডিং বিষয়	সভায় আলোচনা হয় যে, এ মন্ত্রণালয়ের তদন্ত শাখা, সংস্থা প্রশাসন, আইসিটি সেল, অভ্যন্তরীণ প্রশাঃ-১ ও অভ্যন্তরীণ প্রশাঃ-২ শাখা, অডিট-১ ও অডিট-২ শাখা হতে পেন্ডিং তালিকা পাওয়া গেছে। এছাড়া বাজেট শাখা, হিসাব শাখা, বৈদেশিক সংগ্রহ শাখা ও সরবরাহ-১ শাখা হতে শূন্য প্রতিবেদন পাওয়া গেছে। পেন্ডিং বিষয় অনুযায়ী পেন্ডিং বিষয় দ্রুত নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণের জন্য সচিব নির্দেশনা প্রদান করেন।	ভবিষ্যতে যথাযথভাবে তথ্য সহকারে পেন্ডিং তালিকা প্রেরণ করতে হবে।	মন্ত্রণালয়ের সকল শাখা/ অধিশাখা, মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ।

আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

শাহাবুদ্দিন আহমদ
ভারপ্রাপ্ত সচিব

স্মারক নম্বর: ১৩.০০.০০০০.০২৪.০৬.০০৫.১৭.৮

তারিখ: ৩০ মাঘ ১৪২৪
১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৮

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) অতিরিক্ত সচিব, প্রশাসন অনুবিভাগ, খাদ্য মন্ত্রণালয়
২) অতিরিক্ত সচিব, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অনুবিভাগ, খাদ্য মন্ত্রণালয়
৩) অতিরিক্ত সচিব , সংগ্রহ ও সরবরাহ অনুবিভাগ, খাদ্য মন্ত্রণালয়
৪) জনাব মোহাম্মামদ মাহফূজুল হক, চেয়্যারম্যান, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ/
৫) মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর
৬) যুগ্ম সচিব, প্রশাসন-১ অধিশাখা, খাদ্য মন্ত্রণালয়
৭) যুগ্ম সচিব, সংগ্রহ শাখা, খাদ্য মন্ত্রণালয়
৮) যুগ্ম সচিব , অভ্যন্তরীন সংগ্রহ শাখা, খাদ্য মন্ত্রণালয়

৯) যুগ্ম সচিব, সমন্বয় ও সংসদ অধিশাখা, খাদ্য মন্ত্রণালয়

১০) উপসচিব , সরবরাহ-২ শাখা, খাদ্য মন্ত্রণালয়

১১) যুগ্ম সচিব, বাজেট ও অডিট অনুবিভাগ, খাদ্য মন্ত্রণালয়

১২) যুগ্মসচিব (অডিট), অডিট অধিশাখা, খাদ্য মন্ত্রণালয়

১৩) উপ সচিব, অডিট-৩ শাখা, খাদ্য মন্ত্রণালয়

১৪) গবেষণা পরিচালক, গবেষণা পরিচালক (খাদ্য বাজার), খাদ্য মন্ত্রণালয়

১৫) উপ সচিব, বাজেট শাখা , খাদ্য মন্ত্রণালয়

১৬) উপ সচিব, তদন্ত, খাদ্য মন্ত্রণালয়

১৭) উপসচিব, সরবরাহ শাখা, খাদ্য মন্ত্রণালয়

১৮) উপ সচিব, সেবা শাখা, খাদ্য মন্ত্রণালয়

১৯) উপ সচিব, প্রশাসন-২ অধিশাখা, খাদ্য মন্ত্রণালয়

২০) উপ সচিব, অভ্যন্তরীণ প্রশাসন-১, খাদ্য মন্ত্রণালয়

২১) উপ-সচিব (অডিট-১), অডিট-১ শাখা, খাদ্য মন্ত্রণালয়

২২) উপ সচিব, অভ্যন্তরীন প্রশাসন-২, খাদ্য মন্ত্রণালয়

২৩) গবেষণা পরিচালক, গবেষণা পরিচালক (উৎপাদন ও পূর্ব সতর্কীকরণ), খাদ্য মন্ত্রণালয়

২৪) সিনিয়র সহকারী সচিব (বৈদেশিক সংগ্রহ), সংগ্রহ শাখা, খাদ্য মন্ত্রণালয়

২৫) সিনিয়র সহকারী সচিব, প্রশাসন-২ অধিশাখা, খাদ্য মন্ত্রণালয়

২৬) প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, খাদ্য মন্ত্রণালয়

২৭) সিনিয়র সহকারী প্রধান, পরিকল্পনা-১ শাখা, খাদ্য মন্ত্রণালয়

শিরীনা দেলহুর
যুগ্ম সচিব